গ. অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বৈয়াকরণ সম্প্রদায়

চান্দ্র সম্প্রদায়

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে চন্দ্রগোমিন্ আবির্ভূত হন। 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে ভর্তৃহরি চান্দ্র সম্প্রদায়ের বৈয়াকরণগণের উল্লেখ করিয়াছেন। চন্দ্রগোমিনের উদ্দেশ্য ছিল সংক্ষেপে পাণিনীয় ধারার পুনর্বিন্যাস। চান্দ্র ব্যাকরণ বহুল সমাদর লাভ করিয়াছে এবং ইহার উপর অসংখ্য ভাষ্যও রচিত হইয়াছে। টীকাগুলির বেশীর ভাগই তিব্বতী ভাষায় অনুবাদের মারফত সংরক্ষিত।

জিনেন্দ্র সম্প্রদায়

জিনেন্দ্র খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষার্ধে আবির্ভূত হন। পাণিনির সূত্র ও বার্ত্তিককে তিনি সংক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যাকরণ গ্রন্থের দুইটি ভাষ্য পাওয়া যায়। একটি প্রনয়ণ করেন অভয়নন্দী (খৃঃ ৭৫০) এবং অপরটি সোমদেব প্রণীত 'শব্দার্ণবচন্দ্রিকা'।

শাকটায়ন সম্প্রদায়

[illegible] শাকটায়ন নিজের নামেই একটি সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। [illegible]কে পাণিনি উল্লিখিত প্রাচীন যুগের শাকটায়ন বলিয়া মনে করিবার কোন [illegible] নাই। [illegible]য় নবম শতকের প্রথম পাদে তিনি 'শব্দানুশাসন' শীর্ষক প্র[illegible]ন। 'অমোঘবৃত্তি' এই বৈয়াকরণের অপর একটি গ্রন্থ। [illegible]য়ন এবং জিনেন্দ্রের গ্রন্থের ভিত্তিতেই শাকটায়ন তাঁহার গ্রন্থ [illegible]ন। শাকটায়নকে (১) 'পরিভাষাসূত্র', (২) 'গণপাঠ', (৩) '[illegible]পাঠ', (৪) 'উনাদিসূত্র' এবং (৫) 'লিঙ্গানুশাসন' গ্রন্থসমূহের প্রণে[illegible] হিসাবেও ধরা হয়।

হেমচন্দ্র সম্প্রদায়

বহুগ্রন্থের জৈন লেখক হেমচন্দ্র খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে 'শব্দানুশাসন' রচনা করেন। গ্রন্থটিতে চার হাজারেরও বেশী সূত্র সন্নিবেশিত। ইহা মৌলিক রচনা নহে বরং একটি সংকলন মাত্র। নিজ গ্রন্থের উপরেই হেমচন্দ্র 'শব্দানুশাসনবৃহদ্বৃত্তি' শীর্ষক টীকা প্রনয়ণ করেন।

কাতন্ত্র সম্প্রদায়

কাতন্ত্রসূত্রাবলীর রচয়িতা হইলেন সর্ববর্মন। ইহা কৌমার বা কালাপ বলিয়াও পরিচিত। খৃষ্ট-কালের প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই কাতন্ত্র সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। 'কাতন্ত্রসূত্রে' পরবর্তীকালের সংযোজনের প্রমাণ অবশ্য আছে। সর্ববর্মনের মতবাদসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই পাণিনির মতবাদ হইতে পৃথক। এই ব্যাকরণের উপরেই দুর্গসিংহ তাঁহার প্রসিদ্ধ 'বৃত্তি' রচনা করেন; রচনাকাল খৃষ্টীয় নবম শতকের পরে নহে। খৃষ্টীয় একাদশ শতকে বর্ধমান দুর্গসিংহের 'বৃত্তি'র উপর ভাষ্য প্রনয়ণ করেন। আবার পৃথ্বীধর বর্ধমানের গ্রন্থের উপর একটি উপভাষ্য রচনা করেন। বাংলাদেশে এবং কাশ্মীরে কাতন্ত্র সম্প্রদায় বিপুল সমাদর লাভ করিয়াছে।

সারস্বত সম্প্রদায়

'সারস্বতপ্রক্রিয়া'র গ্রন্থকার অনুভূতিস্বরূপাচার্য খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে আবির্ভূত হন। এই সম্প্রদায়ের রচনার একটি বৈশিষ্ট্য হইল গাম্ভীর্যগুণ। সারস্বতপ্রক্রিয়ার বহু টীকাকারগণের মধ্যে আছেন পুঞ্জরাজ, অমৃতভারতী, ক্ষেমেন্দ্র এবং অন্যান্যরা।

মুগ্ধবোধ সম্প্রদায়

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে বোপদেব তাঁহার 'মুগ্ধবোধ' গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। বোপদেবের রচনাশৈলী সংক্ষিপ্ত এবং সহজ। তাঁহার পরিভাষা বহু স্থলেই পাণিনির পরিভাষা হইতে পৃথক। রাম তর্কবাগীশ এই ব্যাকরণের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকেই ক্রমদীশ্বর 'সংক্ষিপ্তসার' রচনা করেন। এই গ্রন্থটিতে আটটি অধ্যায় আছে। ইহার উদাহরণগুলি 'ভট্টিকাব্য' হইতে গৃহীত। জুমরনন্দী 'সংক্ষিপ্তসার' গ্রন্থটির আমূল সংস্কার সাধন করেন। জুমরনন্দী 'রসবতী' টীকার প্রণেতা। এই ব্যাকরণ পশ্চিম বাংলায় বহুল পঠিত।

সৌপদ্ম সম্প্রদায়

'সুপদ্মে'র রচয়িতা পদ্মনাভ। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে তিনি আবির্ভূত হন। অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়ের ধারার মত এই ধারাটির ভিত্তিও পাণিনি। পদ্মনাভ নিজেও 'সুপদ্মপঞ্জিকা' নামে একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন।